জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৮ই ভাদ্র বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 3rd Sep. 1952 { ১৬শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

ভাষার ভব্যতা

ভাষার ভিত্তিতে যে, প্রদেশ বিভাগ হওয়া উচিত, তাহা বিহারের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ অনেক বিহারী নেতা তাঁহাদের ভাষার ভব্যতায় জলন্ত প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিহারের কতিপয় অংশ পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রার্থনা জানাইয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী এলাকার জন্য নহে। স্বয়ং বিহারের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলিয়াছেন যে তিনি সেই প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণ এবং ডাঃ রায়ের পূর্ণ বিবৃতি এখনও পান নাই। খবরের কাগজে দেখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের বিশেষ করিয়া ডাঃ রায়ের মনে আঘাত দিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। কিন্তু ডাঃ সিংহ পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার এই প্রার্থনাকে **হিটলারের পোলিশ করিডরের** দাবীর সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার "কাহারো মনে আঘাত না দিবার" ইচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। মহেশ্বর প্রসাদ, বিনোদানন্দ, প্রজাপতি প্রভৃতি বিহারী নেতৃবৃন্দও তাঁহাদের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহকেও হার মানাইয়াছেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে প্রকার ভাষার ভব্যতা দেখাইয়াছেন, ইহাতে কোনও বাঙলা ভাষাভাষী ইঁহাদের সান্নিধ্যে বা শাসনাধীনে যে সব ভাষার মধুরত্ব উপভোগ করিতেছেন বা করিবেন তাহা অনুমান করিয়াও ভীতির সঞ্চার হয়। শ্রীমহেশ্বর প্রসাদ তো তাঁহার রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এই ভিক্ষা চাহিলে বিহারে বাঙালী বাসিন্দাদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িবে। ভারতে যে শতকরা ১৫।২০ জন শিক্ষিত লোক আছে ইঁহারাও সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অশিক্ষিত বিহারীদের ভাষার কোমলত্ব না-জানি কত মধুর!

আমরা এই সব মান্যগণ্য নেতৃবর্গকে আমাদের বাঙলা দেশের একটি গল্প বলি—

এক শিক্ষিত বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহার এক সহপাঠী বন্ধু দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। বন্ধুকে সাদরে আপ্যায়িত করিয়া তাহার পরিচর্য্যার জন্য স্বীয় ভৃত্যকে তাহার নাম ধরিয়া "কার্ত্তিক! কার্ত্তিক!" বলিয়া ডাকিতেই, একটি অতি ভীতিজনক কদর্য্য চেহারার লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। মুনিবের আদেশ পালনের জন্য কার্ত্তিক চলিয়া গেলে, নবাগত বন্ধুটি গৃহস্বামী বন্ধুকে বলিলেন—ভাই, তোমাদের দেশের কার্ত্তিকই যখন এমন, তখন অসুর সিংহী না-জানি কেমন! বিহারী নেতৃবৃন্দের ভাষার ভব্যতা দেখিয়া আমাদের মনে হয়—বিহারী মুখ্য মন্ত্রী প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভাষার ভব্যতা যখন এই প্রকার, তখন এদেশের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ না-জানি কি প্রকার ভয়াবহ! মানভূমের বঙ্গভাষাভাষী সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং তাহাদের উপর চুরি ডাকাতির অভিযোগ দিয়া জেলে পাঠানো খুব সহজসাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং ইংরাজ বাঙলার দেশাত্মবোধের দণ্ডস্বরূপ বাঙলার যে অংশ বিহারের সামিল করিয়া গিয়াছিল, তাহার অধিবাসিবর্গের কষ্টের পরিমাণ অনুমান করা কঠিন নয়। পশ্চিম বাঙলার বিধান সভার প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণ না পাইয়াই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষার তীব্রতার সহিত লম্ফঝম্প ও ভীতিপ্রদর্শন যদি সম্ভব হয়, তবে অশিক্ষিত বিহারী যাহারা কথায় কথায় 'তেরী অমুক, তেরী অমুক, তেরী এথি করে' ইত্যাদি বলিতে অভ্যস্ত, তাহারা নিরীহ সর্ব্বহারাদের নিজ প্রদেশে পাইয়া কি ভাষায় সম্বর্দ্ধিত করিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বাঙলার বুকের উপরে চানাচুর, ছোলা ইত্যাদি ফেরি করিয়া বিক্রয় করিবার সময় যে সব বিহারী গানের মত সুর করিয়া গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে দিলাম। তাহাতেও গালাগাল দিয়া বাঙালীকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া নিজেদের উদরান্নের সংস্থান করে।

চান্নাচুর গরম—
চান্নাচুর চাকীমে দলে,
তব্‌ভী চানা কড়্‌মড়্‌ বোলে,
লেড়কে বালা মনোয়া ডোলে,
তব্‌ কোমরসে পয়সা খোলে,
চানাচুর গরম।

এইভাবে সুর করিয়া চানার গুণ বর্ণনা করতঃ চানা ফেরি করিয়া থাকে। যদি কেহ চানা কিনিতে উদ্যত হয়, আর তার কোন সঙ্গী বন্ধু চানা খাইলে, অসুখ করিতে পারে বা যে তেলে উহারা চানা ভাজে, তাহা খারাপ তেল বলিয়া বন্ধুকে চানা কিনিতে নিষেধ করে, চানাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া গালি বর্ষণ করিতে থাকে—

যিস্‌কা হাতমে নেহি হৈ পৈসা,
সো কা জানে চানা কৈসা।
যিস্‌কা হাতমে নেহি হৈ কৌড়ি,
সো তো ঝাড়ে লম্বী চৌড়ী।

নেতৃবৃন্দের ভাষার পারিপাট্য যদি ঐ প্রকার হয় তাহা হইলে, যাহারা উদরান্নের জন্য বাঙলায় চীনাবাদাম ভাজা, চানাচুর, গোলাপছড়ি বেচে, তাহাদের এবম্প্রকার বাক্য বলায় চমকাইবার কিছুই নাই।

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক যে সব কনষ্টেবল বিহার বা তন্নিকটস্থ মুলুক হইতে আমদানী করা হয়, ইংরেজ আমল হইতেই সেই সব সেপাইকে বাঙালীরা জমাদার সাহেব বলিয়া সম্মানিত করায়, তাহাদের মান সম্মান বৃদ্ধি হইয়া যে বীরত্বব্যঞ্জক ভাব বাঙলা দেশে আসিয়া দেখাইয়া থাকে, গরীব দুঃখী বাঙালীকে নিজের মুলুকে পাইলে গরু বাছুরের মত মনে করিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাদের হাতে পড়িয়া বাস্তহারা বাঙালীর দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। সরকারী নকরী পাইয়া প্রায় প্রত্যেকেই সবজান্তা হইয়া বসে। বাঙলা ভাষা ইহাদের পাল্লায় পড়িয়া কি রকম লাঞ্ছিত হয়, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নিম্নলিখিত গল্পে দেখিতে পাইবেন—

কলিকাতার একটি থানার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর একজন পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টার থিয়েটারে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের রচিত 'সাজাহান' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। পাহারাওয়ালা জমাদার সাহেব দেশে রামলীলা অভিনয় দেখিয়া

তাহার গান গাহিয়া সিপাহী মহলে খুব যশস্বী হইয়াছে। থিয়েটারে আসিয়া নূতন অভিজ্ঞতা সে অর্জ্জন করিল। সে সাজাহান অভিনয়ে—

"আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি,
বঁধুহে! নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আমার যা কিছু আছে,
এনেছি তোমার কাছে,
তোমারে করিতে সব দান।"

গানটী গাহিতে শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া অন্যান্য দর্শকের অনুকরণে বার দু'তিন "ইন্‌কো, উন্‌কো" (এন্‌কোর) বলিয়া প্রথমকার খানিকটা এবং শেষের অন্তরাটির তাৎপর্য্য আয়ত্ত করিয়াছে—ইহা তাহার বিশ্বাস। পরদিন তাহার দেশোয়ালী ভাই সব তাকে থিয়েটারের একটি গান সকলকে শুনাইতে অনুরোধ করিলে, সে বলিল—

"এক আশী রূপেয়াকো গীত" শিখিয়েসি। হাম যব বল্‌বো কোই মালুম করবে না, হাম বাঙ্গালী আছে কি হিন্দুস্থানী আছে।" এই বলিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল—

"হাম আসিয়েসি, হাম আসিয়েসি, বন্‌হুহে,
নিয়ে এই আশীরূপা গান।
হামারা যে কুছ আসে, আনিয়েসি তুঁহার কাসে
তুঁহারে সব করিয়ে দিলা দান।"

দেশোয়ালী ভাই সব "বাহবা, বাহবা" করিতে লাগিল।

গানটির শেষে আছে—

"এমন চাঁদের আলো,
মরি যদি সেও ভালো,
সে মরণ স্বরগ সমান।"

দেশোয়ালী ভাই গাহিল—

"এমন চান্‌কী আলো,
মর্‌ যাই তো, সো আচ্ছা হ্যায়,
হামার স্বরগমে বাস হৈলো।"

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় স্বর্গ হইতে তাঁহার গানের রূপান্তর দেখিয়া নিশ্চয় আনন্দ উপভোগ না করিয়া পারেন নাই।"

ইংরাজ কর্ত্তৃক বিহার-কবলীকৃত বাঙলার বাঙলা-ভাষাভাষী অঞ্চল গত ৪০ বৎসর বিশেষ করিয়া স্বাধীনতাগ্রস্ত হওয়ার পর ৫ বৎসর যে সুখভোগ করিতেছে, তাহা ভগবানই জানেন।

জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমার হাটী গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

নোটিশ

ডিঃ রঘুনাথগঞ্জের অধীন মৌজে বিনোদীঘি মধ্যে ৩২৫নং খতিয়ানভুক্ত ৩৪৪ দাগ মস্‌জিদ সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থান বিনোদীঘি সাকিমের ইউনুশ মহাম্মদ মণ্ডল দীঃ এর জমার সামিল রেকর্ড হওয়ায় অত্রস্থ জঙ্গিপুর ১ম মুন্‌সেফী আদালতে বাদী সত্যনারায়ণ সরকার বিবাদী ইউনুস মহাম্মদ মণ্ডল দীঃ নামে ঐ খতিয়ানের অন্য জমি ও উক্ত ৩৪৪ দাগ জমির জন্য জমা ধার্য্যের ৪০।৫২ অন্য নম্বরে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। কোন স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় ঐ মোকর্দ্দমায় বিবাদী পক্ষ হইয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হইলে ধার্য্য দিন ২৩।১০।৫২ মধ্যে তাহা করিবেন এ কারণ এই নোটিশ দেওয়া গেল। তদন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা আইন মতে নিষ্পত্তি হইবে।

Sd. A. K. De
Munsif 1st. Court,
Jangipur.

28. 8. 52

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩৮১ থাং ডিঃ রিসিভার নৃসিংহকুমার সিংহ বি-এল দেং আনোয়ার আলি মিঞা দিং দাবি ৩০৸৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে শীতলপাড়া ২-২৫ শতকের কাত ২৲ আঃ ১৫৲ খং ২২ রায়ত স্থিতিবান

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

১৪৮ থাং ডিঃ সেবাইত রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং কোরবান সেখ দিং দাবি ২৩৷৴০ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ৯৮ শতকের কাত ৪৷৶০ আঃ ৫৲ খং ৩১১

১৪৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ইউনুস সেখ দিং দাবি ১২৸৴৬ মৌজাদি ঐ ৪৫ শতকের কাত ১৶১০ আঃ ৫৲ খং ১৫৮

১৭৫ থাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং গোফুর সেখ দিং দাবি ২১৶৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দাঁতিয়া অনন্তপুর ১১১৲১২ জমির কাত ১৷৴৬ আঃ ৫৲ খং ৪৮৮

১৭৬ থাং ডিঃ ঐ দেং খুবলাল সাহা দিং দাবি ৪৯৸৬ থানা ঐ মৌজে লালপুর ৫৴০৲৯ জমির কাত ৭৷৴৬ আঃ ৩০৲

১৮১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৷৶০ মৌজাদি ঐ ৸১৲১৯ জমির কাত ১৴০ আঃ ৫৲

১৭৭ থাং ডিঃ ঐ দেং বিপিনবিহারী সাহা দিং দাবি ৪২৸৬ মৌজাদি ঐ ৲৸৪৲৬ জমির কাত ৬৶৬ আঃ ২৫৲

১৮২ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৶০ মৌজাদি ঐ ১৴১৲৩ জমির কাত ৸৶০ আঃ ৫৲

১৮৫ থাং ডিঃ ঐ দেং মধুসূদন সাহা দিং দাবি ১৭৷৶০ মৌজাদি ঐ ৷৪৲১০ জমির কাত ১৷৴০ আঃ ৫৲

১৮৬ থাং ডিঃ ঐ দেং শশী দাসী দাবি ১৭৷৶৩ থানা ঐ মৌজে জাফরাবাদ ।২৲১৭ জমির কাত ১৷৶০ আঃ ৫৲

১৮৭ থাং ডিঃ ঐ দেং সুরেশ মণ্ডল দিং দাবি ১৮৷৶০ থানা ফরক্কা মৌজে সুদনা ৸০৲২ জমির কাত ১৶৩ আঃ ৫৲

২০৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৮৸৴০ মৌজাদি ঐ ১৸৩ জমির কাত ৩৲৯ পাই আঃ ১৫৲

২০৫ থাং ডিঃ ঐ দেং গিরিশ সর্দ্দার দাবি ১৩৲৯ মৌজাদি ঐ ।৩৲১০ জমির কাত ৷৶৩ পাই আঃ ৩৲

২০৯ থাং ডিঃ ঐ দেং দুর্গা মাঝি দাবি ৫৪৶৩ থানা ঐ মৌজে লক্ষীপুর ৯৷০৲১৪ জমির কাত ৮৷৴৯ আঃ ৪০৲

৭১ থাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং বিভাবতী ঘোষ দিং দাব ৪২।৴০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর দিঘরী ১-২৯ শতকের কাত ৯৸৶৯ পাই আঃ ২০৲ খং ২২৬০ অধীনস্থ খং ২২৬১ রায়ত স্থিতিবান

২০০ থাং ডিঃ জনাব মহাম্মদ আলি বিশ্বাস দেং মসদ্দি সেখ দাবি ১৩৷৴০ থানা ফরক্কা মৌজে শিবনগর ৪৩ শতকের কাত ১৶৬ আঃ ৫৲ খং ২৬

২০১ থাং ডিঃ ঐ দেং জিলাপী বেওয়া দিং দাবি ২৪৷৶৬ থানা ঐ মৌজে মমরেজপুর ৭৮ শতকের কাত ৪৸০ আঃ ১০৲ খং ১০৮।১০২।১২২

২০২ থাং ডিঃ ঐ দেং আলিমননেসা বিবি দাবি ৩৭৶৩ থানা ঐ মৌজে কামালপুর ২৪২ শতকের কাত ৬৶০ আঃ ১৫৲ খং ৪৫

২০৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ওয়াসেফ আলি সেখ দাবি ২৩৸৶০ মৌজাদি ঐ ১২৮ শতকের কাত ৩৷৶০ আঃ ৫৲ খং ৬৭

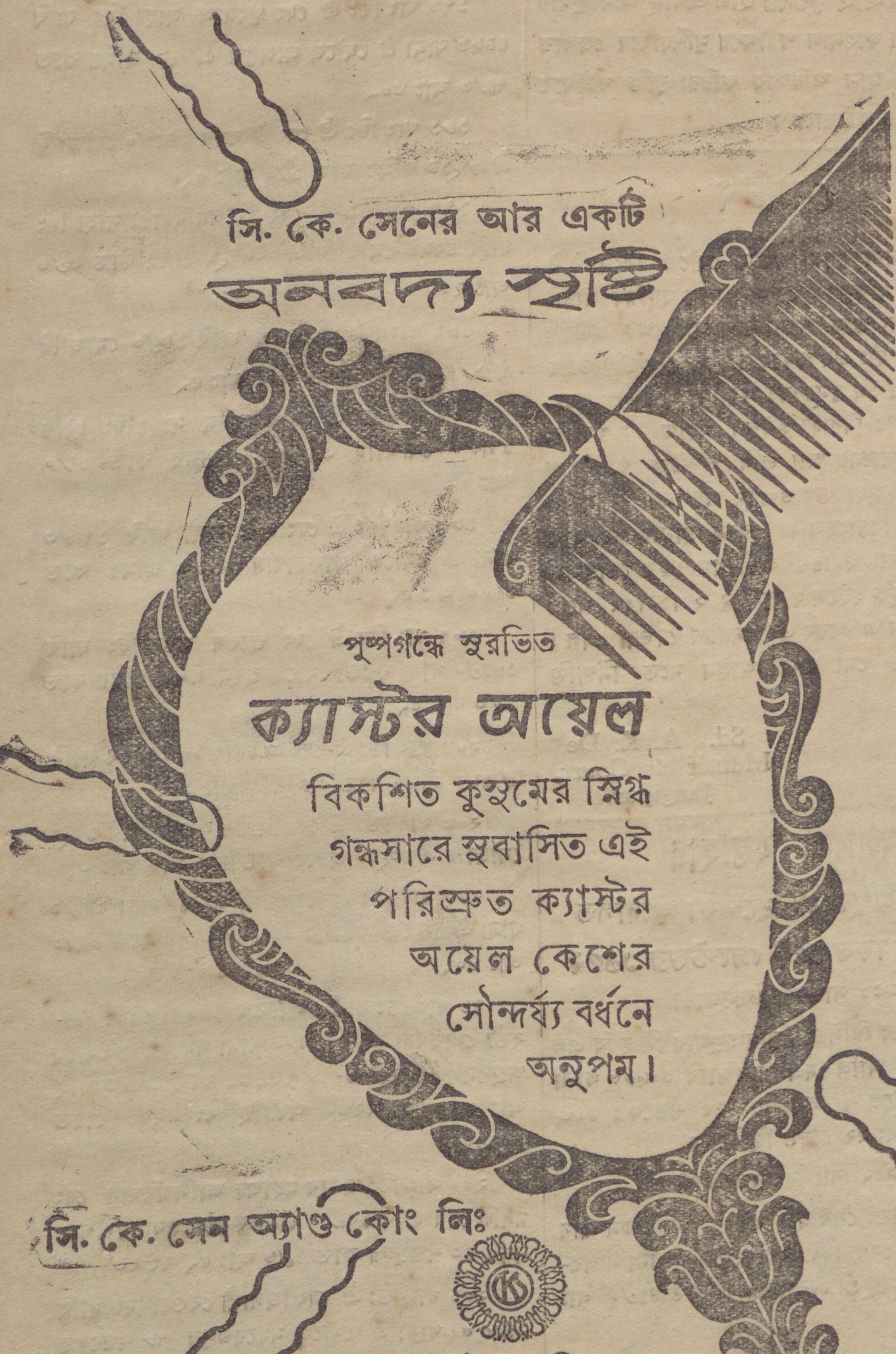

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

১৯৯ থাং ডিঃ বিরাজমোহিনী দাসী দেং তারাপদ কুনাই দাবি ১৯।০ থানা সাগরদীঘি মৌজে ঘুগড়ীডাঙ্গা ১২ শতকের কাত ২৲ আঃ ৫৲ খং ৩৪০

২০৬ থাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেং আয়োব হোসেন দাবি ৫৮৸৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে খাড়ুগ্রাম ৫-৪৭ শতকের কাত ৩৭৲ আঃ ২৫৲ খং ১২৪

১৭৮ থাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং আমানতুল্লা বিশ্বাস দাবি ১২৮/৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দোগাছি ৩১ শতকের কাত ১/০ আঃ ৫৲ খং ৬৯২

১৭৯ থাং ডিঃ ঐ দেং দক্ষবালা দাসী দাবি ৩৫৸৶৯ মৌজাদি ঐ ১-৪৫ শতকের কাত ৫।/৬ আঃ ২০৲ খং ৩৩৭

১৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং ভাদু বিশ্বাস দিং দাবি ৩০৸/৩ মৌজাদি ঐ ১০৪ শতকের কাত ৩৸৶৩ আঃ ১৫৲ খং ৮৩৪

২১৮ থাং ডিঃ ঐ দেং জমিদার সেখ দিং দাবি ৪৬।/৩ মৌজাদি ঐ ১৯৫ শতকের কাত ৭/৮ আঃ ২৫৲ খং ৬২৬

১৭০ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং এরামন বিবি দাবি ২২৮৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর ৭৮ শতকের কাত ৩৮/৩ আঃ ১০৲ খং ৭৮৭।৩৭৬

১৭১ থাং ডিঃ ঐ দেং জমসের আলি সেখ দিং দাবি ৪৯/৬ মৌজাদি ঐ ১-৩৬ শতকের কাত ৫৮৬ আঃ ২৫৲ খং ৩০৮

১৭২ থাং ডিঃ ঐ দেং বেলাল সেখ দাবি ১৯।০ থানা ঐ মৌজে গাদী ১০ শতকের কাত ২৲১০ পাই আঃ ১০৲ খং ২৯৯

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবি কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও শিত